গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প
তেজগাঁও, ঢাকা।

স্মারক নং-০৩.৭০৩.০১৪.০০.০০.১২৪৫.২০১৫-৯৬৬ তারিখঃ ২ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ
১৬ মে, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

পরিপত্র

বিষয় : আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত 'যার জমি আছে ঘর নেই' তার নিজ জমিতে গৃহ নির্মাণ নীতিমালা (সংশোধিত)।

পটভূমিঃ ১৯৯৭ সালের ১৯ মে কক্সবাজার উপকূলীয় অঞ্চল ঘুর্নিঝড়ে আক্রান্ত হয়। বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ঘুর্নিঝড় আক্রান্ত, গৃহহীন ও ছিন্নমূল পরিবারসমূহকে পুনর্বাসনের নির্দেশ দেন। তাঁরই নির্দেশে ১৯৯৭ সালে ''আশ্রয়ণ'' নামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। প্রশিক্ষণ, ঋণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে পুনর্বাসিত পরিবারসমূহকে প্রশিক্ষিত করা হয় এবং তাদের জাতীয় অর্থনীতির মূলধারায় সম্পৃক্ত করা হয়। এটি একটি সমন্বিত দারিদ্র বিমোচন প্রকল্প।

আশ্রয়ণ প্রকল্পের সাফল্যের ধারাবাহিকতায় ২০০২-২০১০ মেয়াদে আশ্রয়ণ (ফেইজ-২) ও বর্তমান আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। সম্পূর্ণ বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে এপর্যন্ত এ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ১ লক্ষ ৪০ হাজার পরিবার পুনর্বাসন করা হয়। কিন্তু ইতোপূর্বে এসকল প্রকল্পের মাধ্যমে কেবল ভূমিহীন, গৃহহীন, ছিন্নমূল মানুষদের সরকারের খাস জমিতে ব্যারাক হাউজে পুনর্বাসন করার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু যে সকল গৃহহীন মানুষের অতি সামান্য (সর্ব্বোচ্চ ১০ শতাংশ) জমি আছে কিন্তু ঘর নেই বা ঘর তৈরী করার সামর্থ্য নেই তাদের এ প্রকল্পের মাধ্যমে পুনর্বাসনের কোন সুযোগ ছিল না। এ অবস্থায় আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি-তে পাইলট আকারে প্রতি ইউনিয়নে ০১ টি করে এরূপ পরিবারকে নিজ জমিতে ঘর করে দেয়ার বিষয়টি সংযুক্ত করা হয়। এ পর্যন্ত ৪,০০০ পরিবারকে ঘর করে দেয়া হয়েছে। একাজটি ইতোমধ্যে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সবার জন্য বাসস্থান নির্মাণের ঘোষণা দিয়েছেন। ইতোপূর্বে সারা দেশে পাইলট আকারে মাত্র ৪০০০ (চার হাজার) পরিবার পুনর্বাসনের সিদ্ধান্ত থাকলেও বর্তমানে পুনর্বাসনযোগ্য পরিবারের সংখ্যা বহুগুন বৃদ্ধি পেয়ে ১,৭০,০০০ এ উন্নীত হয়েছে। প্রকল্পের সম্পদ দ্বারা কোন মাটির কাজ করা হবে না, প্রয়োজনীয় টিন, কাঠ, প্রি-কাস্ট পিলার, দরজা , জানালা ইত্যাদি সংগ্রহ করা যাবে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে ১,৭০,০০০ টি পরিবার পুনর্বাসনের লক্ষ্যে বর্ণিত নীতিমালাটি নিম্নরূপভাবে সংশোধন করা হলো।

১। ১৭৫ বর্গফুট আয়তনের একটি সিআইসিট (সিআইসিটের বেড়া ও উপরে সিআইসিটের চাল বিশিষ্ট) ঘর নির্মিত হবে যাতে একটি আলাদা টয়লেট থাকবে। টয়লেটসহ ঘর নির্মাণের প্রাক্কলিত মূল্য সর্বোচ্চ ৭৫ হাজার টাকা।

২। **গৃহ নির্মাণের জন্য অনুদান পাওয়ার যোগ্য সুবিধাভোগীঃ**

গৃহ নির্মাণের জন্য অনুদান পাওয়ার যোগ্য সুবিধাভোগী নির্বাচন ও তাদের অনুকূলে গৃহ বরাদ্দের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত নিয়মাবলী অনুসরণ করতে হবে;

(ক) গৃহ নির্মাণের জন্য অনুদান পাওয়ার যোগ্য ব্যক্তিঃ- দুঃস্থ অসহায় মুক্তিযোদ্ধা, বিধবা মহিলা, স্বামী পরিত্যক্তা মহিলা, শারীরিকভাবে পঙ্গু ও আয় উপার্জনে অক্ষম, অতি বার্ধক্য এবং পরিবারের আয় উপার্জনক্ষম সদস্য নেই এমন ব্যক্তি।

(খ) সুবিধাভোগীদের পুনর্বাসনঃ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় তাদেরকে বিভিন্ন প্রকার প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে পুনর্বাসিত করার উদ্যোগ নিতে হবে।

(গ) উপকারভোগীর ১-১০ শতাংশ জমির মালিকানা থাকতে হবে।

(ঘ) নীচু জমি অথবা ভূমি উন্নয়ন করতে হবে এমন জমির মালিককে বাছাই নিরুৎসাহিত করতে হবে। তবে অল্প নীচু জমি তার মালিক কর্তৃক উন্নয়ন করে দিতে সম্মত হলে প্রস্তাব বিবেচনা করা যাবে।

(ঙ) উপজেলা নির্বাহী অফিসার তাঁর প্রশাসনিক এলাকার মধ্যে মাইকিংসহ ব্যাপক প্রচারণার মাধ্যমে ঘরের জন্য দরখাস্ত আহবান করবেন। 'উপজেলা আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প টাস্কফোর্স' কমিটি প্রকাশ্য সভায় উপযুক্ত পরিবার বাছাইপূর্বক 'জেলা আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প টাস্কফোর্স' কমিটির নিকট প্রেরণ করবে।'জেলা আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প টাস্কফোর্স' কমিটি প্রাপ্ত প্রস্তাবগুলো যাচাই-বাছাই করে চূড়ান্ত তালিকা সুপারিশসহ নির্দিষ্ট ছকে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প কার্যালয়ে প্রেরণ করবে। প্রকল্প পরিচালক প্রাপ্ত প্রস্তাবগুলো মূখ্য সচিব এর অনুমোদনক্রমে ঘর নির্মাণের কার্যাদেশসহ প্রয়োজনীয় অর্থ উপজেলা নির্বাহী অফিসারের অনুকূলে প্রেরণ করবেন।

৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসারের তত্ত্বাবধানে পিআইসি দ্বারা উপজেলা প্রশাসন সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে(ডিপিএম) ঘর নির্মাণ কাজ সম্পাদন করবে। পিআইসির রূপরেখা নিম্নরুপঃ

উপজেলা নির্বাহী অফিসার	আহবায়ক
সহকারী কমিশনার(ভূমি)	সদস্য
উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি	সদস্য
সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান	সদস্য
উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	সদস্য সচিব

৪। নির্মাণ কাজের সাথে অবশ্যই শ্রমিক হিসেবে উপকারভোগী পরিবারকে সম্পৃক্ত রাখতে হবে।

৫। সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি (ডিপিএম) এর ক্ষেত্রে নির্মাণ কাজ ৪৫ দিনের মধ্যে শেষ করতে হবে।

৬। গৃহ নির্মাণের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসারের অনুকূলে জিও এর মাধ্যমে প্রদান করা হবে। সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার বারদ্দকৃত অর্থের আয়ন ও ব্যয়ন কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করবেন। খরচের বিল/ভাউচারের এক কপি সমন্বয়ের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা/উপজেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয়ে এবং অপর একটি কপি নিরীক্ষা দলের নিরীক্ষার জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে সংরক্ষণ করতে হবে।

৭। সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার কাজ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত প্রতি মাসের ১ম সপ্তাহে কাজের অগ্রগতি প্রতিবেদন এবং কাজ সমাপনান্তে সমাপ্তি প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন।

৮। জেলা প্রশাসকগণ ব্যাপক পরিদর্শনের মাধ্যমে এসকল নির্মাণ কাজ তদারকি করবেন এবং প্রতি মাসের ২য় সপ্তাহে প্রকল্প কার্যালয়ে মাসিক প্রতিবেদন পাঠাবেন।

৯। প্রস্তাব প্রেরণের জন্য সংযুক্ত ছক ব্যবহার করতে হবে।

<u>প্রস্তাবিত ছক</u>

১	জমির উপকারভোগীর নাম	
২	পিতা/মাতা/স্বামী/স্ত্রীর নাম	
৩	উপকারভোগীর পেশা	
৪	জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর (পরিচয়পত্রের ফটোকপি সংযুক্ত করতে হবে)	
৫	উপকারভোগীর বয়স	
৬	মালিকানার পক্ষে দলিল	
৭	গ্রাম	
৮	ইউনিয়ন	
৯	থানা/উপজেলা	
১০	আবেদনকারীর মোট জমির পরিমাণ	
১১	প্রস্তাবিত ভূমির তথ্য	মোট জমি--------- -- শতাংশ দাগ নং--- ------- মৌজা-------------- জেএল নং--------------- ইউনিয়ন------------- থানা/উপজেলা------------
১২	প্রস্তাবিত জমির চৌহদ্দি	পূর্বে------------- ---- পশ্চিমে------------- উত্তরে-----------------দক্ষিণে----------------

(* জমির মালিকানার বিবরণ ও মোট জমির তথ্য সহকারী কমিশনার (ভূমি) কর্তৃক প্রত্যায়িত হতে হবে)

সহকারী কমিশনার(ভূমি) এর স্বাক্ষর ও মালিকানা সম্পর্কে প্রত্যয়ন-

উপজেলা নির্বাহী অফিসার এর প্রস্তাব-

জেলা প্রশাসকের অনুমোদন –

০৮। "যার জমি আছে ঘর নেই" তাঁর নিজ জমিতে গৃহ নির্মাণের জন্য এ সংশোধিত পরিপত্র জারি করা হলো, যা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

২৬/৫/১৭

(মোঃ জহিরুল হক)
প্রকল্প পরিচালক(অতিরিক্ত সচিব)
টেলিফোনঃ ৯১২৪১০০

<u>বিতরণঃ</u>

০১। কমিশনার, ... বিভাগ (সকল)।
০২। জেলা প্রশাসক, ...জেলা (সকল)।
০৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার
........................উপজেলা,.................... জেলা (সকল)।
০৪। অফিস কপি।